International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-IV, Issue-VI, May 2018, Page No. 1-12
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com

পূর্বভাগীরথী অঞ্চলের পূর্বপাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তু, আদিবাসী ও ভারতীয় আর্যভাষা সম্ভুত মাগধী অপভ্রংশ জাত ভাষা সমূহের তুলনামূলক রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ- একটি আলোচনা

স্বদেশ রঞ্জন চৌধুরী

Abstract

Thousands of refugees came from East Pakistan (now Bangaladesh), Tribals from Midnapur, Bankura, Birbhum, Purulia, Oriya from Odisha, Bhojpuri and Maithily from Bihar and Jaharkhand and settled in Eastern side of the Ganges i.e. DOAB area in between the Ganga and the Padma. Some of them settled permanently and some of them are in migratory nature. They have their own dialect. Their dialectical tendency is blended internally. The mode of pronounciation is also dialectically blended. The characteristic of word-root, number and gender, word order, morphology and phonetic have been transformed on their own dialect. Central and peripherical dialects, place of articulation have been dialectically blended in the spoken language of refugees came from Chattagram, Noakhali, Kumilla, Dhaka, Faridpur, Barishal, Moymanshing, Pabna, Tribals-Santal, Munda, Oraon, Kharia, Malpahari and non-Bengali speaking people like Maithilty, Bhojpuri and Oriya. Phonetical and Morphologycal changes have been made in DOAB-area. Ultimately all the dialects send to RAR - dialect or standard dialect of Santipur. Phonetical lexicon and morphonologycal study of Colloquial language of their grammatical from have been accepted in general. The dialectical tendency of literate and illiterate, Tribals, non-Bengali speaking people and refugees has been changed through age, generation, education, occupation due to mobile and immobile group. Their dialect variation in diachronic change, cast dialect, standard Hindi have also been seen.

Key Notes: Peripheral dialects, Standard Colloquial Bengali; Rolled-sound; Semi-vowel; Phoname-Allophone Palato-Alveolar; Spirant-fricative; Indo Aryan Language; Verb with double objects; Voicing & Devoicing; Progressive & Regrassive Assimilation; Vowel Harmony; E, W, D & L- Glide; Vowel & Consonant Prothesis; Palato-Alveolar; Language variation; Cast Dealects; Standard Hindi; Permanent and migratory; literate and illiterate people; Tribal- non Bengali Speaking people.

পূর্বভাগীরথী অঞ্চলে বসবাসকারী আদিবাসী সম্প্রদায়ের ঔপভাষিক মিশ্রণ বা স্থানীয় গরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ভাষার প্রভাবের বিষয়ে আলোচনা করার পূর্বে আদিবাসী সমাজের উৎস সম্পর্কে সাধারণ পরিচিত এবং তাদের বসতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা করে নিলে এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য সহজ বোধগম্য হবে। বাংলার জনবসতির নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে বাঙালি জাতি অবশ্যই আর্য নয়। তারা পীত অর্থাৎ চীনা সম্প্রদায়েরও নয়। সুস্পষ্টভাবেই বোঝাযায় বাঙালি জনগোষ্ঠী মূলত মধ্যমাকৃতি। তারা বিশাল কলেবরও নয়। নেগ্রিটো গোষ্ঠীর মত নিবিড় কালো নয় যেমন সত্যি তেমনি সহজবোধ্য ভাবে বললে বাঙালি জনগোষ্ঠী মূলত কালো। তবে খুব যুক্তি সঙ্গত করে বললে বলা উচিত বাঙালি মিশ্র জাতি। প্রাচ্য অষ্ট্রোলয়েড গোষ্ঠীর দ্রাবিড় এবং আদিবাসী জনগোষ্ঠীরসাথে পরবর্তীকালে আর্যজনগোষ্ঠীর মিশ্রণে বর্তমান বাঙালি সম্প্রদায়। তার নাম সম্ভবত মুন্ডারি ভাষায় 'বেঙ্গা' অর্থাৎ পবিত্রভূমি অথবা পুরাণ অনুসারে দৈত্যরাজা বলির পঞ্চপুত্রর অন্যতম 'বঙ্গ'-র নাম থেকে এ দেশ এবং জনগোষ্ঠীর পরিচয়।

আদিবাসী জনগোষ্ঠীর একটা অংশ নিজেদের স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীনতা বজায় রাখার ইচ্ছায় নিবিড় বনভূমির মধ্যে তাদের বসতি সরিয়ে নিয়েছিল। ফলে নানা গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়েও তাদের মূল ভাষিক প্রবণতার প্রবাহ অবিচ্ছিন্নই থেকে গেছে। এই আদিবাসী জনগোষ্ঠী মূলতঃ পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিমাংশের কয়টি জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বীরভূম-বাঁকুড়াতে সীমাবদ্ধ হলেও ঐই রাজ্যে প্রায় সর্বত্রই এই জনগোষ্ঠীর বসতি বর্তমান। যদিও আলোচ্য পূর্বভাগীরথী অঞ্চলে তা শতাংশের বিচারে নিতান্তই নগণ্য।

মোট জনসংখ্যার দুই শতাংশেরও কম হলেও গরিষ্ঠের ভাষা আদিবাসী সমাজের মুখের ভাষাকে গ্রাস করতে পারেনি। শিক্ষার হার নিতান্তই কম হওয়ার এদের যুথবদ্ধ জীবনে নিজেদের স্বাভাবিক ভাষার প্রবাহ প্রায় অমলিন। সে ব্যতিক্রম ঘটেছে সে শিক্ষা বিস্তারের ফলে আদিবাসী সমাজ শিক্ষা এবং সামাজিকতায় দ্বৈত বৈশিষ্ট্যর অধিকারী হয়ে উঠেছে। এরা একদিকে দ্বিভাষিক অন্যদিকে একাধিক

সংস্কৃতির সান্নিধ্যে সহজ হয়ে উঠেছে। বিষয়টি বুঝতে হলে এভাবে বলা যায় এখনও অতিনগণ্যব্যতিক্রম ব্যতিরেকে আদিবাসী জনগোষ্ঠী তাদের নিজেদের ভাষাকে প্রকাশ করার জন্য যে রাজ্যে বাস করে সেই রাজ্যে প্রচলিত বর্ণমালা ব্যবহার করে থাকে। যেমন পশ্চিমবঙ্গে বাঙলা বর্ণমালার লিপি, উড়িষ্যার ওড়িয়া বর্ণমালার লিপি এবং ঐই দুটি রাজ্যের বাইরে অসম ব্যতিরেকে ঝাড়খন্ড, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যে হিন্দি বর্ণমালার দেবনাগরী লিপি ব্যবহার করে।

আবার অন্যদিকে দেখলে অনুধাবন করা যাবে যে আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে বিদ্যালয় মুখী করতে স্থানীয় ভাষার মাধ্যমে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার অঙ্গীভূত করে নেওয়া হচ্ছে। ফলে শিক্ষকগণ মূলতঃ আদিবাসী নয়, শিক্ষার মাধ্যম এবং পাঠক্রমও রাজ্যের প্রচলিত ভাষার। ফলে আদিবাসী জনগোষ্ঠী প্রায় নিবিড় ভাবে দ্বিভাষিক। দুই রাজ্যের সীমান্ত অঞ্চলে দেখা গেছে তারা বাধ্য হয়ে ত্রিভাষিক। যেমন- মেদিনীপুর, উড়িষ্যা সীমান্তে বসবাসকারী আদিবাসীদের সামাজিক এবং গোষ্ঠীগত ভাষা তাদের নিজেদের ভাষা। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে তাদের যোগাযোগের ভাষা হয়তো ওড়িয়া এবং যেহেতু পশ্চিমবাঙলার প্রশাসনাধীন সুতরাং তাদের শিক্ষা মাধ্যম বাঙলা। আমাদের আলোচ্য অঞ্চলে এই ত্রিভাষিক সমস্যা নেই তবে অবশ্যই সমস্ত আদিবাসীই দ্বিভাষিক। কথ্য ভাষাতে বটেই তাদের শিক্ষার মাধ্যমের জন্যও এই সমস্যা। আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভাষিক প্রবণতার উপর পূর্বভাগীরথী অঞ্চলের কথ্য ভাষার ঔপভাষিক মিশ্রণে ব্যাপ্তি এবং আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভাষার স্থানীয় ভাষার বৈশিষ্ট্যগত প্রভাবের চেয়ে প্রবন্ধকারের পর্যবেক্ষণে উঠে এসেছে আদিবাসী জনগোষ্ঠী তাদের শিক্ষা, পেশা বয়সের এবং সচলতার নিরীখে স্থানীয়দের সাথে ভাব প্রকাশে তারা কতখানি অবিকৃত ভাবে স্থানীয়ভাষা ব্যবহার করছেন। এর মধ্যে আছে প্রয়োজনীয় গৃহস্থালীর উপকরণ যেসব তেমনি পেশাগত এবং সামাজিক শব্দ ব্যবহার।

পূর্বপাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তুদের উচ্চারণানুসারে রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে উচ্চারণরীতিতে স্থানীয় প্রভাব স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে। ফলে রূপতত্ত্বে কারক-বিভক্তি এবং ধাতু-বিভক্তির আদিরূপগুলির পরিবর্তন ঘটেছে। কারক-বিভক্তি এবং ধাতু-বিভক্তির এই পরিবর্তনও বিচিত্র রূপে দেখা দিয়েছে। অবিমিশ্র একই জেলার একই অঞ্চলে উদ্বাস্তুদের নিয়ে কোন বসতি গড়ে ওঠেনি তা আমরা বিভিন্ন বসতিগুলির এবং সরকারী কলোনীগুলির অবস্থান এবং পুনর্বাসন পরিকল্পনায় দেখেছি। ফলে যে সব শব্দ পাওয়া গেছে তার রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বহুরূপী। সাক্ষর-নিরক্ষর কিংবা অচল-সচল যেভাবেই দেখা যাক না কেন; চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, বরিশাল, পাবনা প্রভৃতি জেলাগুলির ঔপভাষিক আদি কারকবিভক্তিগুলির রূপান্তর ঘটেছে। সর্বোপরি সামাজিক কাঠামোও এর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ফলে উচ্চারণরীতি এবং পরিবর্তনের ধারা নিয়ত প্রবহমান হয়ে পড়েছে। পরে এ সম্পর্কে আরো দুচার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আশা করা যায় অনুসন্ধিৎসুরা তা অনুধাবন করতে পারবেন। এই সব কারণেই রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে প্রতিটি জেলার ক্ষেত্রেই কারক-বিভক্তি এবং ধাতু বিভক্তির বয়সভেদে সচল-অচল কিংবা সাক্ষর-নিরক্ষণ অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন রূপ না দিয়ে একই সঙ্গে প্রতিটি কারক-বিভক্তির এবং ধাতু-বিভক্তির রূপগুলি উল্লেখ করলাম। বাংলা সর্বনামের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো কর্তৃকারকের একবচনের রূপটির প্রাতিপদিক অন্যান্য কারকে তির্যকরূপ ধারণ করে। অর্থাৎ কর্তৃকারকের একবচনে বাংলায় অন্যান্য প্রাতিপদিকে শূন্য বিভক্তি হয় এবং মূল প্রাতিপদিকের অন্যান্য কারকের বিভক্তি যোগ করে নির্দিষ্ট রূপটি পাওয়া যাবে। সর্বনামের বেলায় কর্তৃকারকের রূপটি অন্যান্য কারকে পরিবর্তিত হয় এবং সেই পরিবর্তিত রূপের সঙ্গে বিভক্তি যোগ হয়। একেই বাংলা বৈয়াকরণগণ তির্যক রূপ বলেন যেমন কর্তৃকারকে উত্তম পুরুষে 'আমি' প্রাতিপদিকটি 'আমা'-তে রূপান্তরিত হয়ে অন্যান্য কারকে বিভক্তি যুক্ত হয়। তেমনি মধ্যম পুরুষে 'তুমি' হয় 'তোমা' আবন্দ 'সে' হয় 'তাহা' বা 'তা' রূপে পরিবর্তিত তেমনি 'কে' 'কা' বা 'কাহা' এবং 'যে' 'যা' বা 'যাহা' রূপে প্রাতিপদিকটি পরিবর্তিত হয়। অবশ্য এই বিশেষ রূপটি কেবল কর্তৃকারকে এক বচনেই দেখা যায়। উপভাষাগুলিতেও সর্বনামে বাংলা ভাষার এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য বর্তমান। কর্তৃকারক একবচনে প্রাতিপদিক রূপটি তির্যক হয়ে ঈষৎ পরিবর্তিত প্রাতিপদিকটির সঙ্গে অন্যান্য কারকের একবচন এবং বহুবচনের বিভক্তি যুক্ত হয়।[১] জেলাগুলির বিভিন্ন বয়স-ভাগে এবং সাক্ষর-নিরক্ষর ভেদে একই বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাবে। তবে জেলা ভেদে উপভাষাগুলির সর্বনামের পুরুষ অনুযায়ী পার্থক্য বর্তমান এবং কারকের বিভক্তিগুলিরও রূপ সাধুরীতি এবং Standard Coloquial-এর অনুরূপ নয়। একাধিক ক্ষেত্রে পার্থক্য বিদ্যমান। তবে কিছু কিছু কারকে সাধারণ নিয়মের অল্প বিস্তর ব্যতিক্রম দেখা যায়। এই ব্যতিক্রমগুলি প্রতিটি বিভাগের নীচে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো। সেই সাথে কর্তৃকারকের প্রাতিপদিকটি এবং অন্যান্য কারকে তার তির্যক রূপ উল্লেখ করে কারক অনুযায়ী শুধু বিভক্তিগুলিই উল্লেখ করা হল।

পদপ্রকরণে নামপদের বচন নির্ণয়ে সাধারণত বাংলায় আমরা বচনের দুটি রূপ ব্যবহার করি। একবচন এবং বহুবচন। কিন্তু আচার্য সুকুমার সেন বচনের তিনটি রূপ উল্লেখ করেছেন। এই গ্রন্থে সুকুমার সেনকেই অনুসরণ করে উপভাষাগুলির পদপ্রকরণের বিশ্লেষণ করা হলো।[২] এই তিন প্রকার পদ (১) সাধারণ বচন, (২) একবচন বচন (৩) বহুবচন। নাম পদে সাধারণ বচন দ্বারা এক অথবা অনেক বোঝাতে পারে। একবচন দ্বারা শুধু একটিকেই বোঝায় সাধারণত টি, টা, খানা, খানি প্রভৃতি প্রত্যয় যোগে এই একবচন পাওয়া যায়। বহুবচন, যার দ্বারা অনেক বোঝায়। সংখ্যা বাচক বা সংখ্যা সূচক বিশেষণ থাকলে সাধারণ বচন পদই ব্যবহৃত হয়।

কারক বিভক্তি নির্ণয়ে সাধারণ প্রচলিত ব্যাকরণবিধিই অনুসরণ করা হলো। অর্থাৎ কর্তা, কর্ম, করণ, অপাদান, সম্বন্ধ এবং অধিকরণ কারকের বিভক্তি রূপ প্রতিটি জেলার বৈশিষ্ট্যানুসারে উল্লেখ করা হলো এবং বিভক্তি রূপের নীচে বিভিন্ন জেলার ঔপভাষিক উচ্চারণ অনুসারে প্রাতিপদিকগুলি (কর্তৃকারকে শূন্য বিভক্তিতে যে রূপ হয়) উল্লেখ করা হলো। সেই সঙ্গে সুকুমার সেন কর্তৃক ব্যাখ্যাও বচনেরও কারকানুযায়ী বিভক্তি দেখানো হলো। প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে এবং অনাবশ্যক মনে করে প্রতিটি জেলার জন্যই সাধারণ কিছু শব্দকে

১) ভাষা বিদ্যা পরিচয়-পৃ ৩৩১- শ্রী পরেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য- পঞ্চম সংস্করণ- ২০১৩- মা দুর্গা লাইব্রেরী, কোলকাতা।

২) ভাষার ইতিবৃত্ত- পৃ-৩০২ (পদ প্রকরণ)- ডঃ সুকুমার সেন।

উদাহরণ হিসেবে দেওয়া হলো। ব্যাপক উদাহরণ নিষ্প্রয়োজন এ জন্যই যে, এই প্রবন্ধ পূর্ব পাকিস্তানাগত ঔপভাষিক ভাষাভাষীদের সতত বিবর্তনশীল ভাষা নিয়েই রচিত। যার নির্দিষ্ট স্থায়ী রূপ কখনই পাওয়া যাবে না। অর্থাৎ এই গ্রন্থে উপভাষার যে রূপটি উল্লেখ করা হয়েছে তা এতই পরিবর্তনশীল যে তা কখনই একটা স্থায়ী উপভাষার রূপ গ্রহণ করবে না। বয়স, সাক্ষর-নিরক্ষর এবং সচল-অচল ভেদে তাই প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী কারকের বিভক্তি-রূপগুলির কৌতূহলী পাঠকের আগ্রহ নিরসনে সক্ষম হবে বলে আশা করি।

সর্বনামের বেলায় যে ক্ষেত্রে নামপদের কারক বিভক্তি চিহ্নের ব্যতিক্রম বর্তমান, শুধু সেই বিভক্তি চিহ্নগুলির কারকানুসারে দেওয়া হল। সর্বনামের প্রথম পুরুষে যে বিভিন্ন রূপ দেখা যায় তার সবগুলির সূত্রানুযায়ী উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কারণ এই প্রবন্ধ ব্যাকরণ গ্রন্থ নয়। এই প্রবন্ধে পাঠক প্রথম পুরুষের সর্বনামের প্রকারভেদ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল এই সঙ্গত বিশ্বাস করে শুধু সর্বনামের চলিত ভাষায় ব্যবহৃত রূপটি বন্ধনীতে উল্লেখ করে তার ঔপভাষিক প্রাতিপদিকগুলি দেওয়া হলো। সর্বনামের কারক-বিভক্তি লক্ষ করলে দেখা যায় উত্তম পুরুষ ও মধ্যম পুরুষের তিনটি এবং প্রথম পুরুষের রূপগুলিতে কর্তৃকারকের জন্য বিভক্তি ধরলেও অন্য কারকগুলিতে কর্তৃকারকে এক বচনের প্রাতিপদিকের রূপটির সঙ্গে অন্য কারকের বিভক্তিগুলি যে প্রাতিপদিকের সঙ্গে যুক্ত হয় তা তির্যক রূপ ধারণ করে। উপভাষাগুলির বেলাতেও চলিত ভাষার এই সাদৃশ্য বর্তমান। সেই সঙ্গে সর্বনামের উত্তমপুরুষ এবং প্রথম পুরুষের কর্তৃকারক, কর্মকারক, এবং সম্বন্ধ কারকের বিভক্তিগুলি ছাড়া অন্য কারকগুলি বিভক্তিগুলি নামপদের সঙ্গে যুক্ত বিভক্তিগুলিরই অনুরূপ। এই জন্য প্রথমে প্রতিটি জেলার নামপদের কারকানুসারে বিভক্তিগুলি উল্লেখ করে সর্বনামের বেলায় উত্তম ও মধ্যম পুরুষের কর্তৃকারকের এক বচনের রূপ এবং তির্যক প্রাতিপদিক উল্লেখ করে কর্তা, কর্ম এবং সম্বন্ধ-র প্রাতিপদিক উল্লেখ করা হলো। প্রথম পুরুষের বেলায় কারক-বিভক্তির রূপ দেখানো হলো।

চট্টগ্রাম (১)

(নামপদের কারক বিভক্তি)

	একবচন	বহুবচন	সর্বনামের বহুবচন
কর্তা	শূন্য বিভক্তি	উন্, অল্, ইন্	রা
কর্ম	রে	উনরে, অলরে, ইনরে	রারে
করণ	ত্ দি, র্দি, দ্দি	উন্দি, অল্দি, ইন্দি	রার্দি রাত্ দি, রাদ্দি
অপাদান	র্তুন, ত্ তুন	উনর্তুন, অলর্তুন্, ইনর্তুন্	রার্তুন্, রাত্ তুন্
সম্বন্ধ	র	উনর্ অলর্ ইনর্	রার্
অধিকরণ	র্তে, ত্ তে	উনর্তে, অলর্তে, ইনর্তে	রার্তে, রাত্, তে

(ব্যক্তিবাচক সর্বনাম)

কর্তৃকারক	একবচন	বহুবচন	তির্যকরূপ
উত্তম পুরুষ	আঁই, আঁঅই	আঁরা, আঁঅরা	আঁ, আঁঅ
মধ্যম পুরুষ (তুচ্ছ)	তুই	তরা	ত
মধ্যম (সাধারণ)	তুঁই	তুঁঅরা	তুঁঅ
মধ্যম (গুরু)	অঁনে	অঁনারা	অঁনা
প্রথম পুরুষ (স্ত্রী)	তাই	তাইরা	তাই
প্রথম পুরুষ (পুং)	হিতি, হিতে, তে	হিতেরা, তারা	হিতে, তা

'মানুষ' কর্তৃকারকে একবচন বাদে অন্যকারকগুলি একবচন তির্যক রূপ 'মানস্য' হয় এবং 'মানস্য'-র সঙ্গে বিভক্তি যুক্ত হয়। 'সকল (সবাই)' এই সর্বনামে প্রাতিপদক হয় 'বিআগ' এবং 'অক্কল্'। কারকগুলির বিভক্তি বহুবচনে সাধারণ বিভক্তির মতই।

নোয়াখালি (২)

(নামপদের কারক বিভক্তি)

	একবচন	বহুবচন	সর্বনামের বহুবচন
কর্তা	শূন্য বিভক্তি	গুন	রা
কর্ম	রে	গুনরে, গুনেরে	ঙ্গ ঙ্গরে, গো, র্রে
করণ	রেদি,	গুনরেদি, গুনেরেদি	ঙ্গদি, গোদি
অপাদান	রেতুন্ রতুন্	গুনরেতুন গুনরেতুন্,	ঙ্গতুন্ গেতুন, গোতুন
সম্বন্ধ	র	গুনের্,	ঙ্গো, গো
অধিকরণ	র্মদ্দে, তে্	গুনের, মদ্দে	ঙ্গতে ঙ্গমদ্দে, গোর্তে, র্গোতে

১ ও ২ - দেশ বিভাগোত্তর উদ্বাস্তুদের উপভাষায় ঔপভাষিক মিশ্রণ- স্বদেশ রঞ্জন চৌধুরী, প্রকাশক- স্বর্গীয় ডঃ নির্মল কুমার দাস, বিভাগীয় প্রধান এবং ডীন, রনীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়- ১২ই ভাদ্র ১৪০১, পরিবেষক- দে বুক স্টোর, কোল-৭৩

(ব্যক্তিবাচক সর্বনাম)

কর্তৃকারক	একবচন	বহুবচন	তির্যকরূপ
উত্তম পুরুষ	অঁই	অঁরা, অঁঅরা, অম্‌রা	অঁ, অঁঅ
মধ্যম পুরুষ (তুচ্ছ)	তই	তরা	ত
মধ্যম (সাধারণ)	তঁই	তঁঅরা	তঁঅ
মধ্যম (গুরু)	আন্‌নে আম্‌নে	আন্‌নেরা, আম্‌নেরা	আন্‌নে, আম্‌নে
প্রথম পুরুষ (স্ত্রী)	হেতিন, হেতি, তাই	হেতিনরা, হেতিরা তাইরা	তাই
প্রথম পুরুষ (পুং)	হিতেন, হিতে, হেইতে	হিতেনরা, হেরা, হেইতেরা	হিতেন, হিতে, হেইতে

কুমিল্লা (৩)

(নামপদের কারক বিভক্তি)

	একবচন	বহুবচন	সর্বনামের বহুবচন
কর্তা	শূন্য বিভক্তি	গুলু, গুলা	রা
কর্ম	রে, কে	গুলুতে, গুলুরে, গুলারে	ঙ্‌গো, গো, গোরে, দেরে
করণ	র্‌দারা, র্‌দিআ	গুলুদারা, গুলাদিআ	দেরেদিআ, দেক্‌দিআ র্‌গোদিআ
অপমান	র্‌থিকা, র্‌থিকে, র্‌সেএ	গুলুরথিকা, গুলর্‌থিকে, গুলুর্‌সেএ	রার্‌থিকা, গোথিকা, র্‌গোথিকা
সম্বন্ধ	র	গুলুর, গুলার্‌দের	গো, গোর, দের
অধিকরণ	র্‌তে, অ, তে	গুলুতে, দেরে	দিগেমইদ্যে, গোমইদ্যে, দের্‌তে

(ব্যক্তিবাচক সর্বনাম)

কর্তৃকারক	একবচন	বহুবচন	তির্যকরূপ
উত্তম পুরুষ	মুই, আম্‌ই	মোরা, আমরা, আম্‌রা	মো, আমা
মধ্যম পুরুষ (তুচ্ছ)	তুই	তুরা, তোরা	তু, তো
মধ্যম (সাধারণ)	তুম্‌ই	তুম্‌রা, তোমারা, তোমাগো	তুম, তোমা
মধ্যম (গুরু)	আপ্‌নে, আফ্‌নে	আপ্‌নেরা, আফ্‌নেরা	আপ্‌নে, আফ্‌নে
প্রথম পুরুষ (স্ত্রী)	এতি,	এতিরা	এতি
প্রথম পুরুষ (পুং)	তে, হেঅ, এতে, এইতে	হেরা, ইতেরা, এতারা, তান্‌	তে, ই, এতা, এইতা

ঢাকা (৪)

(নামপদের কারক বিভক্তি)

	একবচন	বহুবচন	সর্বনামের বহুবচন
কর্তা	শূন্য বিভক্তি	বা, গুলা	রা
কর্ম	রে, কে	গো, দেরে	গ, গো, গরে, র্‌গ
করণ	রেদিআ, ক্‌দিআ	গদিআ, গদারা	গোদিআ, গরেদিআ, র্‌গদিআ
অপাদান	কসেএ, রথেকে, রসেএ, ক্‌থিকা	গথেকে	গথিকা, গরেথিকা, গসেএ
সম্বন্ধ	র	গো, গোর	গ, গো, গর, রগ
অধিকরণ	ব্‌তে ত্‌ তে	গোতে, গত্‌ তে, গরতে, র্‌গতে	গতে, গোরতে

(ব্যক্তিবাচক সর্বনাম)

কর্তৃকারক	একবচন	বহুবচন	তির্যকরূপ
উত্তম পুরুষ	মুই, আম্‌ই	মোরা, আমারা, আম্‌রা	মো, আমা
মধ্যম পুরুষ (তুচ্ছ)	তুই	তরা, তোরা	ত, তো
মধ্যম (সাধারণ)	তুম্‌ই	তুম্‌রা, তোমারা	তুমা, তোমা
মধ্যম (গুরু)	আপ্‌নে, আম্‌নে	আপ্‌নেরা, আম্‌নেরা	আপনে্‌ আম্‌নে
প্রথম পুরুষ (স্ত্রী)	হিতেইন	হেরা	ইন্‌, উন্‌, তান্‌, হে
প্রথম পুরুষ (পুং)	হে, হেঅ	হেরা, তারা	তা, হে

৩ ও ৪ - দেশ বিভাগোত্তর উদ্বাস্তুদের উপভাষায় ঔপভাষিক মিশ্রণ- স্বদেশ রঞ্জন চৌধুরী, প্রকাশক- স্বর্গীয় ডঃ নির্মল কুমার দাস, বিভাগীয় প্রধান এবং ডীন, রনীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়- ১২ই ভাদ্র ১৪০১, পরিবেষক- দে বুক স্টোর, কোল- ৭৩

ফরিদপুর (৫)
(নামপদের কারক বিভক্তি)

	একবচন	বহুবচন	সর্বনামের বহুবচন
কর্তা	শূন্য বিভক্তি	গুন্এ	রা
কর্ম	রে, কে	গুন্এরে, গুন্এ্যাক,	গো
করণ	রেদিএ, দিইএ, দেইএ, দে	গুন্এর, দিইএ, গুন্এর্দে	গোদিএ, গোদি
অপাদান	র্কাসেগুনে, র্থনে, র্থাইকা র্নিগএ	গুন্এর্থাইকা, গুন্এর্থাইকা	গোকাসেগুনে, গোথাইকা
সম্বন্ধ	র	গুন্এর	গে, গো
অধিকরণ	অ, র্মোইদদে	গুন্এর গুন্এরমোইদ্দে	গোমোইদ্দে

(ব্যক্তিবাচক সর্বনাম)

কর্তৃকারক	একবচন	বহুবচন	তির্যকরূপ
উত্তম পুরুষ	আম্ই	আমারা, আম্রা	আমা
মধ্যম পুরুষ (তুচ্ছ)	তুই	তুরা, তরা	তু, ত
মধ্যম (সাধারণ)	তুম্ই	তুম্রা, তুমারা	তুমা
মধ্যম (গুরু)	আপ্নে	আপ্নেরা	আপ্নে
প্রথম পুরুষ (স্ত্রী)	হেতি	হেতিরা	হেতি
প্রথম পুরুষ (পুং)	হে, হেই	হেরা, হেইরা	হেই, হে

বরিশাল (৬)
(নামপদের কারক বিভক্তি)

	একবচন	বহুবচন	সর্বনামের বহুবচন
কর্তা	শূন্য বিভক্তি	রা, গুলা	রা
কর্ম	রে,	গুলারে	গে, গোরে, রগো, দেরে
করণ	রেদিআ, দিআ	গুলারেদিআ	গোদিআ, গোরেদিআ, র্গোদিআ
অপাদান	র্থিক্কা, র্থিকা	গুলার থিক্কা, গুলার্থিক্কা	গথেইকা, গোরেথেইকা, র্গোথিকা
সম্বন্ধ	র	গুলার	গোর, র্গো
অধিকরণ	র্মইদ্দে, র্তে	গুলার মইদ্দে গুলার্তে	গো, দেরমইদ্দে গোতে, দের্তে

(ব্যক্তিবাচক সর্বনাম)

কর্তৃকারক	একবচন	বহুবচন	তির্যকরূপ
উত্তম পুরুষ	মুই, আম্ই	মোরা, আমারা	মো, আমা
মধ্যম পুরুষ (তুচ্ছ)	তুই	তরা, তোরা	ত, তো
মধ্যম (সাধারণ)	তুম্ই	তোমারা	তোমা
মধ্যম (গুরু)	আপ্নে	আপ্নেরা	আপ্নে
প্রথম পুরুষ	হেই	হেরা, তারা	হে, তা

ময়মনসিংহ (৭)
(নামপদের কারক বিভক্তি)

	একবচন	বহুবচন	সর্বনামের বহুবচন
কর্তা	শূন্য বিভক্তি	রা, গুলা, গুলাইন	রা
কর্ম	রে, ডারে	রারে, ডিরে	গো, গোরে, রগো, রারে
করণ	রেদিআ, ডারে দিআ রার	দিআ, ডিরে দিআ গুলিরে দিআ	রারে দিআ, গোরে দিআ
অপাদান	র্থাইক্কা	রার্থাইক্কা, ডির থাইক্কা	রার্ থাইক্কা, গোরে থাইক্কা
সম্বন্ধ	র	গ, রার্ ডির, গুলির	রার্, গো, গোর্
অধিকরণ	ত, রেত্ তে	গুলিতে, রার্মদ্দে, গুলাইনরততের্মদ্দে, রতে, রার্তে, গোর্তে	

৫, ৬ ও ৭- দেশ বিভাগোত্তর উদ্বাস্তুদের উপভাষায় ঔপভাষিক মিশ্রণ- স্বদেশ রঞ্জন চৌধুরী, প্রকাশক- স্বর্গীয় ডঃ নির্মল কুমার দাস, বিভাগীয় প্রধান এবং ডীন, রনীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়- ১২ই ভাদ্র ১৪০১, পরিবেষক- দে বুক স্টোর, কোল- ৭৩

(ব্যক্তিবাচক সর্বনাম)

কর্তৃকারক	একবচন	বহুবচন	তির্যকরূপ
উত্তম পুরুষ	আম্‌ই	আমারা	আমা
মধ্যম পুরুষ (তুচ্ছ)	তুই, তুইন্‌	তুরা, তোরা	তু, তো
মধ্যম (সাধারণ)	তুম্‌ই	তোমারা	তোমা
মধ্যম (গুরু)	আফ্‌নে	আফ্‌নেরা	আফ্‌নে
প্রথম পুরুষ (স্ত্রী)	তাঁই, তাই, তেই	তাইরা	তাই
প্রথম পুরুষ (পুং)	হে	হেরা, তারা	হে, তা

পাবনা (৮)

(নামপদের কারক বিভক্তি)

	একবচন	বহুবচন	সর্বনামের বহুবচন
কর্তা	শূন্য বিভক্তি	গুলএ, গুলেন, সব, গুন্‌এ	রা
কর্ম	ক্‌	গুল্‌এক্‌ গুনএক্‌	গরে, গোরে
করণ	ক্‌দিআ	গোরে দিআ	গরে দিআ, গোরে দিআ
আপদান	তে, থেনে, থেকোন্‌	থেকোন্‌ এত্‌ থইকা, এত্‌ থে, গুন্‌থেনে, গুলন্‌থিনে	গরেথেইকা, গরেকাস্‌থেইকা
সম্বন্ধ	র	গুন্‌এর	গরে, গর্‌
অধিকরণ	র্‌	গুন্‌এর গুন্‌এর্‌মইদ্‌দি	গরে, গর্‌মইদদি, ত্‌ মইদ্‌দি

(ব্যক্তিবাচক সর্বনাম)

কর্তৃকারক	একবচন	বহুবচন	তির্যকরূপ
উত্তম পুরুষ	আম্‌ই	আমারা	আমা
মধ্যম পুরুষ (তুচ্ছ)	তুই	তোরা	তো
মধ্যম (সাধারণ)	তুম্‌ই	তোম্‌রা	তোমা
মধ্যম (গুরু)	আপ্‌নে	আপ্‌নেরা	আপ্‌নে
প্রথম পুরুষ	হে, তা সেই	হেগুন্‌এ, তাগুন্‌এ, সেগুন্‌এ	হে, তা সে

প্রথম পুরুষে 'সে' ভিন্ন সর্বনামের অন্যান্য রূপগুলির মধ্যে এই প্রবন্ধে উল্লেখিত গবেষণাভুক্ত জেলাগুলিতে উচ্চারণগত পার্থক্য দেখা যায়, এমনকি শব্দগত পার্থক্যও লক্ষ্যকরা যায়। যেমন 'যে' এই ব্যক্তিবাচক সর্বনামের নির্দিষ্ট কর্তায় চট্টগ্রাম জেলায় আঞ্চলিক উপভাষায় ব্যবহার করা হয় 'অতিন', নোয়াখালিতে 'ওইতেন', কুমিল্লা 'জেঅতে', বা 'জেঅ', ঢাকাঅ 'তঅঅ', বরিশাল 'জেই' প্রভৃতি। পাবনায় আবার ব্যক্তিবাচক 'কে' (প্রশ্নবোধক) হয় 'কেডা', ফরিদপুরে 'ক্যাডা'। নদীর ও চব্বিশ পরগণা জেলায় আসার পর অন্তত এই সর্বনামগুলির ক্ষেত্রে পরিবর্তন অনেকখানি মিশ্রিত। এমনকি এসব জেলার লোক পূর্ব পাকিস্তানের জন্য জেলাগুলির দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছেন। সবচেয়ে বড় কথা, নিজের মনের ভাব প্রকাশে দুর্বোধ্যতা যাতে বাধা না হয় প্রথম থেকেই তার একটা সতর্ক প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। এইক্ষেত্রে প্রথম পরিবর্তন ষাট-উর্দ্ধ সহ সকল বয়সীরই অচল-সচল, সাক্ষর-নিরক্ষর ভেদে 'স'-কে 'হ' রূপে উচ্চারণ প্রবণতা ত্যাগের প্রচেষ্টায়। যেখানে এই প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ ত্যাগ করা যায়নি সেখানে অন্য ধ্বনি বিশেষতঃ ব্যঞ্জনধ্বনির রাটী রূপান্তরের চেষ্টা সক্রিয় হয়েছে। উপরে 'যে' সর্বনামের পরিবর্তন প্রথমই উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যগুলির বেলায় কর্তা কর্ম অনির্দিষ্ট অব্যক্তিবাচক 'যা' সর্বনামটি মোটামোটিভাবে স্থানীয় উচ্চারণের প্রতিটি জেলাতেই উচ্চারণ অভিন্ন। কিন্তু 'কি'-র উচ্চারণ চট্টগ্রামে 'কিতারা', নোয়াখালি, কুমিল্লায় 'কিতা, কিতান, কি' বরিশালে 'কিডা' এগুলি স্থানীয় 'কি'-তে পরিবর্তিত হয়েছে। রূপানুযায়ী বিশ্লেষণ করলে পরিবর্তনের ধারাটি নিম্নরূপে লক্ষ্য করা যায়।

নির্দিষ্ট কর্তায় সাধারণ বচনে 'সে, যে, কে' এই তিনটি চলিত ভাষার, চলিত ভাষার সর্বনাম প্রায় সবজেলাতেই চল্লিশ-অনুর্দ্ধবাচক গোষ্ঠীর বেলায় সর্বক্ষেত্রেই স্থানীয় প্রভাবে প্রভাবিত। চল্লিশ-উর্দ্ধদের বেলায় মিশ্র। মিশ্র অর্থাৎ তারা দুভাবেই উচ্চারণ করেন। বিশেষতঃ চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, কুমিল্লা, ফরিদপুর জেলাগুলিতে এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। অন্যদিকে একটা প্রাসঙ্গিক মন্তব্য এখানে করা বোধ হয় উচিৎ হবে। ইতিপূর্বে ভাষিক প্রবণতায় এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েনি। সে ঢাকা জেলার সম্পর্কে। ঢাকা জেলা আগত সাক্ষর বাচকগোষ্ঠীর মধ্যে তাদের কথ্য ভাষার সম্পর্কে একটা বিশেষ উন্নাসিকতা দেখা যায়। এদের সচল-অচল ভেদে চরিত্র প্রায় একই। যারা এদেশেই জন্মেছেন এবং সামান্য হলেও পূর্বপাকিস্তানাগত উদ্বাস্তুদের সঙ্গে সম্পর্কিত তারা ঢাকার কথ্যভাষা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল না হলেও বঙ্গালীর ঢাকার উপভাষায় কথা বলে একটা আত্মতৃপ্তি বোধ করেন। ব্যাপারটা যেমন পূর্ববাঙলার লোক হলেই ইস্টবেঙ্গলকে

৮ - দেশ বিভাগোত্তর উদ্বাস্তুদের উপভাষায় ঔপভাষিক মিশ্রণ- স্বদেশ রঞ্জন চৌধুরী, প্রকাশক- স্বর্গীয় ডঃ নির্মল কুমার দাস, বিভাগীয় প্রধান এবং ডীন, রনীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়- ১২ই ভাদ্র ১৪০১, পরিবেষক- দে বুক স্টোর, কোল- ৭৩

সমর্থন করার মত। ফলে এদের ভাষা কখনো কখনো কৃত্রিম মনে হয়। ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়ায় একজন অবাঙালির বাঙলা বলার মত। এই বৈশিষ্ট্য প্রকাশ প্রায় বিশেষতঃ সর্বনামের বেলায়। এই উন্নাসিকতা অবশ্য বরিশাল জেলার মধ্যেও অনেকখানি বর্তমান। অন্যজেলাগুলিতেও থাকা এই সূত্রে উচিৎ ছিল কিন্তু দুর্বোধ্যতার কারণে চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, কুমিল্লা আগত উদ্ধাস্তুরা যতখানি স্থানীয় উচ্চারণে ঝুঁকেছেন অন্যরা কিন্তু অল্প হলেও ব্যতিক্রমী।

এ জন্যই বরিশাল জেলার নির্দিষ্ট কর্তায় 'সে' 'স্যায়'তে রূপান্তরিত। উদাহরণ দিলে বোঝার পক্ষে সহজতর হবে। 'সে বলেছে' এই বাক্যটি বরিশালের উপভাষায় বলা উচিৎ 'হ্যাঅ্ কেইসে' কিন্তু বরিশালের ঝোঁক বজায় রেখেও রাঢ়ী (স্থানীয় ভাষা) প্রভাবিত হয়ে বাক্যাংশটি দাঁড়িয়েছে 'স্যাঅ্ বলসে'। লক্ষ্যণীয় হলো 'হ' র 'স' তে প্রত্যাবর্তন। ক্রিয়াপদের বেলাতেও 'কহা' বলা তে রূপান্তরিত হয়েছে। তবে 'কন' ক্রিয়াপদে বরিশালে ব্যবহৃত হয়। নির্দিষ্ট কর্তার একবচনে আরও পাই 'হেইডার' স্থলে 'সেইডা বা সেইটা'। বহুবচন 'যেগুলো, সেগুলো, কোনগুলো' হয় 'জেইগুল্যান, জেইগুল্যা, জেগুল্যা, কোন্গুইলান, কোন্গুল্যান, কোনগুল্যা, সেইগুইল্যা, সেগুল্যা, সেইগুল্যা' প্রভৃতি। চট্টগ্রামে 'সেগুলো' ষাট-ঊর্দ্ধ সচলের বেলায় 'হুউন' এর স্থলে হয়ে 'সেউনো' বা 'সেগুনো' এবং কখনো 'হেগুলো' কুমিল্লায় 'হেডি' পরিবর্তিত হয় 'সে-ডি' তে 'ডি' এখানে বহুবচন জ্ঞাপক কর্তা-কর্ম নির্দিষ্ট ব্যক্তিবাচক সর্বনামের একবচনে 'কে'র স্থলে 'রে' যোগ করার ঝোঁক বর্তমানে অনেকখানি উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে মনে হয়। যেমন 'সেটাকে' হয় 'সেইটারে'।

সর্বনামের এই উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য সাক্ষর সচলদের বেলায় খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। কারণ এই উচ্চারণ পুরুষের বেলায় যতখানি দেখা যায় মহিলাদের বেলায় ততখানি অদৃশ্য। বিশেষভাবে সাক্ষর সচল মহিলারা ভাষা প্রয়োগে পূর্ব-পাকিস্তানের উপভাষাকে পরিহার করতে অত্যন্ত যত্নশীল। এখানে বলা চলতে পারে সাক্ষর সচল মহিলাদের বেলায় প্রায় ততটাই উচ্চারণ সম্পর্কিত হীনমন্যতাজাত সঙ্কোচ ক্রিয়াশীল। গবেষণার এই বৈশিষ্ট্য যেটুকু দেখেছি তাতে এ বিষয়টি মনস্তাত্ত্বিকের বিষয় হতে পারে তবে তাতে এই গবেষকের গবেষণার নির্দিষ্ট বিষয় পর্যবেক্ষণ কোন হেরফের হয়নি। আবারও বিষয়টি উল্লেখ করছি, খেলার মাঠে ইস্টবেঙ্গল জিতলে পূর্বপাকিস্তানাগত উদ্ধাস্তুদের মধ্যে সব বয়সী পুরুষের মধ্যেই বঙ্গালী উপভাষায় উচ্ছ্বাসের ঝোঁক প্রবল হয়। তারা প্রমাণ করতে চান যে, তারা ইস্টবেঙ্গলের অর্থাৎ বঙ্গালী ঔপভাষিক অঞ্চলের লোক। উল্লেখণীয় আরও আছে এই উচ্ছ্বাসের ভাষা ঢাকা ছাড়া অন্যান্য জেলার বেলায় কিন্তু ততটা দেখা যায় না। দেখা আছে স্থানীয় বাসিন্দা, যাদের কস্মিনকালেও পূর্ববাঙলার সঙ্গে সম্পর্ক নেই, তাদের মধ্যে যারা ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের সমর্থক তারাও বঙ্গালীতে উচ্ছ্বাসের প্রকাশের চেষ্টা করেন। সাঁওতালী ভাষার সম্পর্কে প্রাথামিক সূত্র এটাই যে ভাষাতাত্ত্বিকগণ এই ভাষাকে অষ্ট্রোএশিয়াটিক ভাষা গোষ্ঠী সঞ্জাত বলে বর্ণনা করেছেন। যেমন বিশিষ্ট ভাষাতাত্ত্বিক ডঃ কুঁওয়ার সিংহ অষ্ট্রিক ভাষা পরিবারের জনজাতিগুলিকে দুটি বর্গে বিভক্ত করেছেন। (ক) অষ্ট্রো এশিয়াটিক এবং আষ্ট্রোএশিয়াক। এই অষ্ট্রো এশিয়াটিক পরিবারের মধ্যেই কোল তথা মুন্ডা জাতির ভাষাকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

এই ভাষা গোষ্ঠীকে পূর্বী এবং পশ্চিমি দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। পশ্চিমি ভাষাকেই মুন্ডা অথবা কোল বলা হয়। এই পরিবারগুলির মুখ্যভাষাগুলি হলো- সাঁওতালী, মুন্ডারি, ভূমিজ প্রভৃতি। সাঁওতালী ভাষা মূলত পূর্ব বিহার, ঝাড়খন্ড, উড়িষ্যা, অসম এবং পশ্চিমবাঙলার প্রচলিত। এবং মুন্ডারি ভাষা মূলত পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ এবং সেই সাথে তামিলনাড়ুতেও ছড়িয়ে আছে। ডঃ সুকুমার সেন আবার আষ্ট্রোএশিয়াটিক ভাষাকে মোনখমের এবং কোল এই দুভাগে দেখিয়েছেন। কোল শাখা থেকেই সাঁওতালী, মুন্ডারি ভাষার উৎপত্তি। সাঁওতালী ভাষা প্রসঙ্গে আলোচনার পূর্বে প্রাথমিক ভাবে সাঁওতাল শব্দটির উৎপত্তি প্রসঙ্গে উল্লেখ প্রয়োজন। ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন 'সামন্তপাল' থেকেই সাঁওতাল শব্দের উৎপত্তি। অন্যদিকে কোল ভাষাগোষ্ঠী সম্ভুত এই ভাষা মূলত সমতল অঞ্চলের আদিবাসীগণই ব্যবহার করে থাকেন বলে অনেক ভাষাতাত্ত্বিক বলে থাকেন 'সমতলী' শব্দ থেকে সঞ্জাত। সাঁওতালী ভাষা নিয়ে বিশিষ্ট গবেষক প্রভাষ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন সাঁওতালী ভাষার সঙ্গে বাঙলা ভাষার উচ্চারণগত মিল সব চেয়ে বেশি। এই তত্বকে বিশিষ্ট সাঁওতালী ভাষাতাত্ত্বিক অধ্যাপক ডঃ কৃষ্ণচন্দ্র টুডুও সমর্থন করেছেন। কারণ ঝাড়খন্ড, ছত্তিশগড় প্রভৃতি নবগঠিত রাজ্যের দৌলতে সাঁওতালীভাষার চর্চা এবং গবেষণার ব্যাপ্তি ঘটেছে এবং সাওতালী ভাষার নিজস্ব লিপি অলচিকি-র ব্যাপ্তির অভাবে দেবনাগরি লিপিতেই সাঁওতালী ভাষার চর্চা সর্বাধিক। অথচ দেবনাগরি অথবা হিন্দি বর্ণমালায় সাঁওতালী ভাষার নিজস্ব লিপি অলচিকি-র ব্যাপ্তির অভাবে দেবনাগরি লিপিতেই সাঁওতালী ভাষার চর্চা সর্বাধিক। অথচ দেবনাগরি অথবা হিন্দি বর্ণমালায় সাঁওতালী ভাষার প্রকাশ যথাযথ সম্ভব নয়। বাঙলায় যেমন সংবৃত এবং বিবৃত 'অ'-এর ব্যবহার রয়েছে হিন্দি ভাষায় এ দুটিই অনুপস্থিত। ভাষা তাত্ত্বিকগণ হিন্দির 'অ' কে বিবৃত 'অ' হিসেবে চিহ্নিত করলেও তাতে উচ্চারণের ঘাটতি থেকে যায়। যেমন বাঙলায় 'কমল' শব্দটির উচ্চারণে 'ক' বর্ণর উচ্চারণে যে 'অ' উচ্চারিত হয় তা বিবৃত 'অ' এবং 'ম' বর্ণের উচ্চারণে যে 'অ' উচ্চারিত হয় তা সংবৃত 'অ'। কিন্তু হিন্দিতে বা দেবনাগরি লিপিতে সংবৃত 'অ'-এর প্রশ্নই নেই, বিবৃত 'অ' – ও উচ্চারিত হয় না। হিন্দিতে যথার্থ উচ্চারণে 'অ' বর্ণকে বরঞ্চ যদি হ্রস্ব 'আ' হিসেবে বর্ণনা করা হয় তা হলেই যথার্থ হবে। এর যথার্থ প্রমাণের জন্য বিশিষ্ট চলচিত্র ব্যক্তিত্ব 'অমিতাভ বচ্চনের' নামের উচ্চারণ লক্ষ্য করলেই পার্থক্য দেখা যাবে। বাঙলায় বিবৃত 'অ'-এর উচ্চারণ 'command' 'কম্যান্ড' এর ক-এর মত। কিন্তু হিন্দিতে 'অ'-এর উচ্চারণ সবসময়ই হ্রস্ব 'আ' এর মতন। ডঃ কৃষ্ণচন্দ্র টুডুও তাঁর সাঁওতালী ভাষার বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন 'পুস্তকে সাঁওতালী বর্ণ বিচার প্রসঙ্গে হ্রস্বস্বর প্রসঙ্গে স্পষ্ট ভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন, নাগরি লিপির 'অ'-এর স্থান সাঁওতালীতে 'ও'-তে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। এবং স্পষ্টতই লিখেছেন 'ও' কা উচ্চারণ বাংলা 'অ' কে ভাঁতি হোতা হ্যায়।

সুতরাং উচ্চারণ নিয়ে 'ই' সাঁওতালীতে অগ্র সংকীর্ণ স্বর। দেবনাগরীতে সাঁওতালী ভাষা প্রকাশ করার সময় দেবনাগরি বানান বিধিই অনুসরণ করা হয়। শব্দের অন্তে 'ি' চিহ্ন ব্যবহার না করে 'ী' চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। অন্যদিকে বাঙালায় লিপি ব্যবহারে এই সমস্যা নেই। সাধারণ ভাবে সাঁওতালী যে সমস্ত তৎসমশব্দ ব্যবহার করা হয়েছে বাঙলা লিপিতে সাঁওতালীভাষা প্রকাশে শুধু সেই সমস্ত স্থানে 'ী' চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। তেমনি শব্দের শেষে ওক্, ইক্, উক্ প্রভৃতি ক্রিয়াবাচক প্রত্যয় যোগ হলে ডঃ টুডু উল্লেখ করেছেন প্রত্যয়ের ফলে দীর্ঘ স্বর হ্রস্বস্বরে পরিবর্তিত হয়। যেমন গিডী + ইক = গিডিক, ইদী + ইক = ইদিক্। বাঙলায় উদাহরণ দুটি প্রতিবর্ণীকরণ করে দেখান হলো দেবনাগরী লিপিতে লক্ষ্য করলে বোঝার সুবিধা হবে। (ইদী + ইক = ইদিক্, গিডী + ইক = গিডিক) পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে হিন্দিতে অতি পরিচিত 'রাষ্ট্রপতি' প্রভৃতি কিছু অতিসামান্য তৎসম শব্দ ব্যতিরেকে প্রায় সকল ক্ষেত্রেই হিন্দিতে পদান্তে দীর্ঘ 'ী' কার ব্যবহৃত হয়। যেমন ব্যঞ্জন বর্ণে বর্গের অন্য বর্ণের সাথে উক্ত বর্গের পঞ্চম বর্ণ ব্যবহৃত হয়। এটা সাধারণ নিয়ম। যেমন গঙ্গা, চক্ষু, কণ্ঠ্য, দন্ত, সম্পন্ন প্রভৃতি। কিন্তু এই বানানকে হিন্দিতে সরলীকরণ করে সহজ করা হয়েছে। এই ব্যপারে হিন্দিতে অনুস্বর ব্যবহার অনুসরণ যোগ্য। পদমধ্যে পঞ্চমবর্ণের স্থলে অনুস্বর ঐ বর্গের পঞ্চম বর্ণের প্রতিভু। সাঁওতালী ভাষা প্রকাশে হিন্দি-র এই পদ্ধতি প্রকাশের ক্ষেত্রে সহজতর। আসলে সাঁওতালী বর্ণমালার উচ্চারণের সরলতায় যুক্মবর্ণের স্থান নেই। অনুস্বর ব্যবহার স্বতঃ এবং স্বাভাবিক। 'উ' স্বরকে ডঃ পি. ও বোডিং উচ্চ-পশ্চ গোল স্বর বলে তাঁর সাঁওতালী ব্যকরণে উল্লেখ করেছেন।

এই তিন আদি স্বর ব্যতিরেকে লক্ষ্য করা যায় যে বিভিন্ন বস্তুবাচক নামেও সাঁওতালী ভাষার সাথে বাঙলা ভাষার মিল অনেক বেশি। নিচের উদাহরণ হিসেবে ব্যবহৃত শব্দগুলিকে লক্ষ্য করলেই বোধগম্য হবে। যেমন হিন্দিতে 'আদরক' বলা হয় কিন্তু সাঁওতালী এবং বাংলায় উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হয় 'আদা', হিন্দিতে বলা হয় 'বক্রসেরা' সেখানে সাঁওতালীতে এবং বাঙলায় 'ঝাঁঝরি'। হিন্দিতে বলা হয় চাক্কা আর সাঁওতালী ও বাঙলায় বলা হয় 'চাকা'। হিন্দিতে বলা হয় 'মুছ' কিন্তু সাঁওতালী এবং বাংলায় নামে পার্থক্য থাকলেও তা অনেক বেশি কাছাকাছি। সাঁওতালীতে বলা হয় 'গুচ' বাঙলায় 'গোঁফ'।

সাঁওতালীতে স্বর বর্ণের সমীভবন বিশেষ বৈশিষ্ট্য বর্তমান। এই সমীভবনকে অনুসারি সমীভবন বলাই সঙ্গত হবে। যেমন বিলি শব্দের আদি স্বর 'ই' যখন 'এ' স্বরের পরিবর্তিত হয় তখন পরবর্তী 'ই' স্বর 'এ' স্বরে পরিবর্তিত হয়। এই পরবর্তী সমন্বয়ের অনুসরণ সমস্ত ক্ষেত্রেই বর্তমান। যেমন বুলু > বোলা, চিলি > চেলে, ত্তেকে > তিকি, দেহে > দিহি, ওকো > উকু। এই অনুসারি সমীভবনেরও নিয়ম রয়েছে। সাধারণতঃ 'ই'-কারের স্থানে 'এ'-কারের 'উ'-কারের স্থলে 'ও'-কারের আগম ঘটে। এর বিপরীতও দেখা যায়। তবে উক্ত বিধি মেনেই বিপ্রতীপে 'এ'-কার 'ই'-কার হয় এবং 'ও'-কার 'উ'-কারে পরিবর্তিত হয়।

প্রসঙ্গত এই প্রবন্ধকার একটি মন্তব্য করার লোভ সম্বরণ করতে পারছেন না। বাঙলাভাষা ভারতীয় আর্যভাষার মাগধী অপভ্রংশ সঞ্জাত হলেও এর উচ্চারণ এবং শব্দভাণ্ডারে সাঁওতালী প্রভাব সর্বাধিক। একটু উন্নাসিক যারা তারা বলতেই পারে সাঁওতালী ভাষাতেই অন্যান্য ভাষার তুলনায় বাঙলাভাষার প্রভাব সর্বাধিক। ভাষার ক্ষেত্রে পারিবারিক সম্পর্কের বসতিতে, ব্যবসায়ে, শাসনে, আচরণের সম্মিলিত প্রভাবই তাদের ভাষায় প্রতিফলিত হয়ে থাকে। সেখানে উন্নাসিকতার ব্যবহার অযথার্থ। এই নিবন্ধকার আসলে বলতে চান যদি সাঁওতালী ভাষার সাথে বাঙলার এই নিবিড়তার প্রসঙ্গে কোন ঐতিহাসিক সম্পর্কে প্রভাবের সঙ্গতি খুঁজে পান তবে সে হবে দিগন্ত প্রসারী।

সাঁওতালী লিপি বা অল্‌চিকি উদ্ভাবনের পর সাঁওতালী ভাষায় যে বর্ণমালা দেখা যায় তাতে উচ্চারণ অনুসারে বর্ণগুলি বাঙলায় প্রতিবর্ণী করে দেওয়া হলো। 'অ, অৎ, অঃ (ন), অং, অশ্, আ, আক্, আজ্, আম্, আব্, ই, ইস্, ইহ্, ইঞ্, ইর্, উ, উচ্, উদ্, উড়্, উয়্, এ, এপ্, এড়্, এন্, এড়্, ও, ওট, ওব্, ওঁ, ওহ্, মুঁ, টুডা, গাল্‌হা, ইডা, রেলা, কার্‌কা, আহদ্।

অলচিকিতে স্বরবর্ণ সংখ্যা ছয়টি, অ, আ, ই, উ, এ, এবং ও কোন দীর্ঘ স্বর নেই। এই স্বরবর্ণের সাহায্য যে ব্যঞ্জনবর্ণর উচ্চারণ হয় সেগুলির অন্ত্যের ব্যবহৃত হসন্ত বর্ণই মূল ব্যঞ্জন। যেমন 'অ' আদিতে ব্যঞ্জন উ অত = ত, অঃ = ন, অং = ঙ, অল্ = ল। আ আদিতে ব্যঞ্জন বর্ণ উ আক = ক, আজ = জ, আম্ = ম, আব্ (ও) এই বর্ণটি হিন্দির '....'-এর মত উচ্চারণ 'ওঅ' হয়। 'ই' আদিতে ব্যঞ্জন বর্ণ ইস্ = স, ইহ্ = হ, ইঞ্ = ঞ, ইর = র। 'উ' আদিতে ব্যঞ্জন বর্ণ উচ্ = চ, উদ্ = দ, উঁড়্ = ড়, উয়্ = য়। 'এ' আদিতে ব্যঞ্জন বর্ণ এপ্ = প, এড়্ = ড, এন্ = ন, এড় = ড়। 'ও' আদিতে ব্যঞ্জন বর্ণ ওট্ = ট, ওব্ = ব, ওঁ = ঁ, ওহ্ = হ্। এই চিহ্নগুলি ছাড়া ও অলচিকিতে মুটু ডাঃ গালতা ইডা, রেলা, ফার্‌কা। অহদ্ এই পাঁচটি চিহ্নতে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ সাঁওতালীতে বাঙলা উচ্চারণে ব্যবহৃত ব্যঞ্জন বর্ণগুলি হলো ত্, ন্, ঙ্, ল্, ক্, জ্, ম্, ওয়্, স্, হ্, ঞ্, র্, চ্, দ্, ড়ঁ, য়্, প্, ড়্, ন্, ড়ু, ট্, ব্, ঁ, হ।

সাঁওতাল, মুন্ডা, ওড়াও, খড়িয়া, প্রভৃতি ভাষায় কারক বিভক্তি প্রসঙ্গে আলোচনায় দ্বিবচনের ব্যবহার সংস্কৃতের মতই। কিন্তু মৈথিলী, ভোজপুরী এবং ওড়িয়ার উপভাষায় দ্বিবচনের ব্যবহার নেই। নীচের উদাহরণগুলিতে তারই প্রমাণ মিলবে।

সাঁওতাল জনজাতির কথ্য ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ বিভক্তির চিহ্ন
(নামপদের কারক বিভক্তি)

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন	সর্বনামের বহুবচন
কর্তাঃ	শূন্য বিভক্তি, দ, দো	শূন্য বিভক্তি	শূন্য বিভক্তি, অ, এ, অঃ,ক	শূন্য বিভক্তি, এ, কু
কর্মঃ	শূন্য বিভক্তি, ক	শূন্য বিভক্তি, কিন্	শূন্য বিভক্তি, শ্র, কঃ	শূন্য বিভক্তি, এ, কু
করণঃ	খাতির, ত্যা, আতে	খাতির, ত্যা, আতে,	খাতির, ত্যা, আতে	খাতির্, কু খাতির
অপাদানঃ	ঠেনখন্ খনাঃ	ঠেন খন, খন্ খনাঃ	ঠেন খন	ঠেন খন্, কুঠেনখন্

সম্বন্ধঃ	আঃ। রেনা	আঃ, কিনাঃ	আঃ, ক ও আঃ	আঃ, কু আঃ
অধিকরণঃ	আঃ ভিতিররে, মুদরে রে, ঠেন	আঃ ভিতিররে, মুদরে, রে, ঠেন্	ভিতির্‌রে, মুদরে রে, ঠেন	ভিতির্‌রে, কুভিতিররে মুদরে

(ব্যক্তিবাচক সর্বনাম)

কতৃকারক	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
উত্তম পুরুষঃ	ইঞ	আলাং, আলিঞ	আলে, আব
উত্তম পুরুষ (তুচ্ছ):	আম	আবিন, আবেন	আপে
মধ্যম পুরুষ (সাধারণ):	আম	আবিন্, আবেন	আপে
মধ্যম পুরুষ (গুরু):	আবিন্, আম্, আবেন্	আবিন, আবেন	আপে
মধ্যম পুরুষ (স্ত্রী):	উনি	উনকিন্	উন্‌কু
প্রথম পুরুষ (পুং):	উনি	উনকিন্	উন্‌কু

মুন্ডারী জনজাতির কথ্য ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ বিভক্তির চিহ্ন
(নামপদের কারক বিভক্তি)

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন	সর্বনামের বহুবচন
কর্তাঃ	শূন্য বিভক্তি	কিন্, তেকিন	কো, তেকো	শূন্য বিভক্তি
কর্মঃ	শূন্য বিভক্তি, কে তেকিন, তেকিনাকে	কিনঃ, কিন্‌কে, কোএতে, তেকো	কো, কোকে,	কে
করণঃ	আতে, এতে, তঅঃ এতে	কিন্‌তে, কিন্‌এতে তেকিন এতে	তেকোকে, কোএতে, কোতে	তে এতে
অপাদানঃ	আতে, এতে, তঅঃ এতে	কিন্‌আতে, তঅঃএতে, তেকিন্‌আতে	তোকেএতে, কোআতে	এতে, আতে
সম্বন্ধঃ	অঃ গঅঃ	কিন্‌অঃ, তেকিন্‌অঃ, রেন্	তঅঃএতে, কোঅঃ, তেকোঅঃ	তঅঃএতে
অধিকরণঃ	তঅঃ রে, রে, অরে তেকিনরে, তেকিনঅরে	কিন্‌রে, তঅঃ রে, তঅঃরে, তেকোঅরে, তেকোরে	গঅঃ, রেন্ বেগরে, র্‌অঃ, রেন্, রে, তঅঃরে	অঃ রেঅঃ, রেনিঃ

(ব্যক্তিবাচক সর্বনাম)

কতৃকারক	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
উত্তম পুরুষঃ	আইঙগ্	অলঙগ্, আলিঙগ্	অবু, অলে
মধ্যম পুরুষ (তুচ্ছ):	আম্	আবেন্	আপে
মধ্যম পুরুষ (গুরু):	আম্	আবেন্	আপে
প্রথম পুরুষ (স্ত্রী):	ইনিঃ	ইনকিন্	ইন্‌কু
প্রথম পুরুষ (পুং):	ইনিঃ	ইনকিন্	ইন্‌কু

ওরাঁও জনজাতির কথ্য ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ বিভক্তি চিহ্ন
(নামপদের কারক বিভক্তি)

	একবচন	বহুবচন	সর্বনামের বহুবচন
কর্তাঃ	শূন্য বিভক্তি	শূন্য বিভক্তি	শূন্য বিভক্তি
কর্মঃ	সিন্, ইন্	ইন্, রিন্, আইন	ন
করণঃ	তি, তুরু	তি, তুরু	তি, তুরু
অপাদানঃ	তি, তুরু, তু	তি, তুরু	তি, তুরু
সম্বন্ধঃ	গাহি, হি, তা	গাহি, হি, তা	হঅ্, তা
অধিকরণঃ	নু, মৈঅ্‌আ	নু, মইঅ্‌আ	নু, মইঅ্‌আ

(ব্যক্তিবাচক সর্বনাম)

কতৃকারক	একবচন	বহুবচন
উত্তম পুরুষঃ	এন্	এম্ নাম্
মধ্যম পুরুষ (তুচ্ছ):	নিন্	নিম্

মধ্যম পুরুষ (সাধারণ):	নিন্	নিম্
মধ্যম পুরুষ (গুরু):	নিন্	নিম্
প্রথম পুরুষ (স্ত্রী):	আদ্	আর্, অবর্অ
প্রথম পুরুষ (পুং):	আস্	আর্, অবর্অ

খড়িয়া জনজাতির কথ্য ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ বিভক্তির চিহ্ন
(নামপদের কারক বিভক্তি)

	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন	সর্বনামের বহুবচন
কর্তাঃ	শূন্য বিভক্তি	শূন্য বিভক্তি	শূন্য বিভক্তি	শূন্য বিভক্তি
কর্মঃ	তে	কিআরতে	কিতে, তে	তে, এতে
করণঃ	বোঙ, বুঙ, সি	আর্বোঙ/ বুঙ, সি	কিবোঙয় বুঙ, সি	এবোঙ, এবুঙ্
অপাদানঃ	ইঅ্আআতাইঅ	রাআতাইঅ্	কিইআআতাঅ	আআতাইঅ্
সম্বন্ধঃ	ইঅ্আআ	কিআরাআ	কি ইআআ	আআ
অধিকরণঃ	ইঅ্আআতে, ভিতির্	কি আরাআতে	কিইআআতে, ভিতির	আআতে

(ব্যক্তিবাচক সর্বনাম)

কত্কারক	একবচন	দ্বিবচন	বহুবচন
উত্তম পুরুষ:	ইঞগ্	ইঞগ্জার	এলে
মধ্যম পুরুষ (তুচ্ছ):	আমতে	আমরার্তে	আমপেতেরে
মধ্যম পুরুষ (সাধারণ):	আম	আম্রার্	আম্পে
মধ্যম পুরুষ (গুরু):	আম্রা	আম্রারা	আমপে ডেনাপে
প্রথম পুরুষ (স্ত্রী):	হোকর	হোকিইআর্	হোকি
প্রথম পুরুষ (পুং):	হোকার	হোকিইআর্	হোকি

মৈথিলী ভাষাভাষীর কথ্য ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ বিভক্তির চিহ্ন
(নামপদের কারক বিভক্তি)

	একবচন	বহুবচন	সর্বনামের বহুবচন
কর্তাঃ	শূন্য বিভক্তি	সব্ লোকনিক্, গণ্	সব্, কা
কর্মঃ	কে, কা, রা	সব্কে	সব্কে
করণঃ	রেঁস, রাসঁ, সঁ	সব্সঁ	সব্সঁ
অপাদানঃ	রেঁস, রাসঁ, সঁ	সব্সঁ	সব্সঁ
সম্বন্ধঃ	র্, ক্, রা, কর্	সব্হক্	সব্হক্
অধিকরণঃ	মে	সব্মে	সব্মে

(ব্যক্তিবাচক সর্বনাম)

কর্তৃকারক	একবচন	বহুবচন
উত্তম পুরুষঃ	হম্	হম্সব্
মধ্যম পুরুষ (তুচ্ছ):	তু	তুসব্
মধ্যম পুরুষ (সাধারণ):	তু	তুসব্
মধ্যম পুরুষ (গুরু):	আহাঁ	আহাঁসব্
প্রথম পুরুষ (স্ত্রী):	উ	উসব্
প্রথম পুরুষ (পুং):	উ	উসব্

ভোজপুরী ভাষাভাষীর কথ্য ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ বিভক্তির চিহ্ন
(নামপদের কারক বিভক্তি)

	একবচন	বহুবচন	সর্বনামের বহুবচন
কর্তাঃ	শূন্য বিভক্তি	কে, কা	কে, কা, লোগিন্
কর্মঃ	রাকে, কে	কে	কে, লোগিন্কে
করণঃ	সে	সে	সে, লোগিন্সে
অপাদানঃ	পরসে	পরসে, লোগিন্সে	পরসে, লোগিন্সে

সম্বন্ধঃ	র্	কে, সব্কে	কে, লোগিন্কে
অধিকরণঃ	মে	মে	মে, লোগিনমে, সব্মে, সব্পর

(ব্যক্তিবাচক সর্বনাম)

কর্তৃকারক	একবচন	বহুবচন
উত্তম পুরুষঃ	হম্	হম্নিকে
মদ্ধ্যম পুরুষ (তুচ্ছ):	তু	তোহনিকে, তহনিকে
মধ্যম পুরুষ (সাধারণ):	তু, তোহনিকা	তোহারালোগিন্
মধ্যম পুরুষ (গুরু):	অপ্নে রঁউআ	অপ্নেসব, রঁউআসব
প্রথম পুরুষ (স্ত্রী):	উ	উলোগ, উহনিকা
প্রথম পুরুষ (পুং):	উ	উলোগ, উহনিকা

ওড়িয়া ভাষাভাষীর কথ্য ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ বিভক্তি চিহ্ন

(নামপদের কারক বিভক্তি)

	একবচন	বহুবচন	সর্বনামের বহুবচন
কর্তাঃ	শূন্য বিভক্তি	মান্এ, গুডিক্অ	মান্ এ
কর্মঃ	কু	মানঙ্কু, গুডি কু	মানঙ্কু, কু
করণঃ	দরা, পাঁই	মানঙ্কঅদরা, গুডিক্অদরা	দরা, মানঙ্কঅদরা
অপাদানঃ	ঠারু, অপেক্ষা	মানঙ্কঅ ঠারু, অপেক্ষা	ঠারু, মানঙকঅ অপেক্ষা
সম্বন্ধঃ	র্অ	ঘুডিক্অ ঠারু	র্অ, মানঙকর্অ
অধিকরণঃ	মধ্যরে, ভিতরে	মানঙ্কঅ মধ্যরে, ভিতরে	মধ্যরে, ঠারে

(ব্যক্তিবাচক সর্বনাম)

কর্তৃকারক	একবচন	বহুবচন
উত্তম পুরুষঃ	মুঁ, মুঁহি	আমে, আমেমান্এ
উত্তমা পুরুষ (তুচ্ছ):	তু	তুমেমান্এ
মধ্যম পুরুষ (সাধারণ):	তুমে তমে	তুমেমান্এ, তমেমান্এ
মধ্যম পুরুষ (গুরু):	আপন্অ	আপন্অমান্এ
প্রথম পুরুষ (স্ত্রী):	সে	সেমান্এ
প্রথম পুরুষ (পুং):	সে	সেমান্এ

তথ্যসূত্র :

ক্রমিক নং	**তথ্যদাতার নাম**	**লিঙ্গ**	**বয়স**	**পেশা**	**ঠিকানা**	**তথ্যসংগ্রহের তারিখ**
১.	প্রদীপ চক্রবর্ত্তী	পুঃ	৭৩	অবসরকারী	কির্তিনগর কলোনী রাণাঘাট, নদীয়া	০৩/০১/২০১৬
২.	অনুপম শর্মা	পুঃ	৪০	শিক্ষক	ইটখোলা, কাঁচরাপাড়া উঃ ২৪ পরগণা	১০/০১/২০১৬
৩.	সোনারাম টুডু	পুঃ	৬২	অবসরকারী	জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ	১৪/০১/২০১৬
৪.	রাজু ওরাওঁ	পুঃ	৪২	চাকরীজীবী	ডানলপ, উঃ ২৪ পরগণা	১৮/০১/২০১৬
৫.	সুদন পূর্তী	পুঃ	৪৫	চাকরীজীবী	ডানলপ, উঃ ২৪ পরগণা	১৮/০১/২০১৬
৬.	বুধুবা মুন্ডা	পুঃ	৫২	চাকরীজীবী	লোকনাথ নগর মাঝেরগ্রাম, উঃ২৪ পরগণা	২৪/০১/২০১৬
৭.	করিনতিনুস ডুংডুং	পুঃ	৭২	অবসরকারী	ডানলপ, উঃ ২৪ পরগণা	২৮/০১/২০১৬
৮.	দয়ামন্দ ঠাকুর	পুঃ	৬৭	অবসরকারী	ডানলপ, উঃ ২৪ পরগণা	০২/০২/২০১৬
৯.	পঞ্চানন বেহেরা	পুঃ	৭০	অবসরকারী	টিটাগড়, উঃ ২৪ পরগণা	০৫/০২/২০১৬
১০.	যুগল পাহাড়িয়া	পুঃ	৫৮	শ্রমিক	তাহেরপুর, নদীয়া	০৯/০২/২০১৬
১১.	সুলতা শর্মা	স্ত্রীঃ	৩৮	গৃহিণি	ইটখোলা, কাঁচরাপাড়া উঃ ২৪ পরগণা	১২/০২/২০১৬
১২.	সবিতা চক্রবর্ত্তী	স্ত্রীঃ	৯৫	অবসরকারী	নাসড়া, কলোনি, রাণাঘাট, নদীয়া	১৮/০২/২০১৬
১৩.	শশীপ্রভা মুন্ডা	স্ত্রীঃ	৪৬	গৃহিণি	মোল্লাপাড়া উঃ ২৪ পরগণা	২৩/০২/২০১৬
১৪.	পুতুল চক্রবর্ত্তী	স্ত্রীঃ	৪২	শিক্ষিকা	দয়ালনগর, রাণাঘাট নদীয়া	২৭/০২/২০১৬
১৫.	রীনা বেহেরা	স্ত্রীঃ	৪২	শিক্ষিকা	টিটাগড়, উঃ ২৪ পরগণা	০২/০৩/২০১৬

সহায়ক গ্রন্থ / গ্রন্থঋণ

1. মুহম্মদ আবদুল হাই / ধ্বনি বিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব / ঢাকা - ১৯৮৫
2. অতুল সুর / ভারতের নৃতাত্ত্বিক পরিচয় / কলকাতা - ১৯৮৮
3. সি. আর. চাকমা / যুগ বিবর্তনে চাকামা জাতি / কলকাতা - ১৯৮৭
4. মুহম্মদ আবদুল জলিল / বাংলাদেশের সাঁওতাল সমাজ ও সংস্কৃতি / ঢাকা - ১৯৯১
5. পরেশ চন্দ্র মজুমদার (১) শিষ্ট ভাষা ও লোক ভাষা, (২) সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার ক্রমবিকাশ / কলকাতা - ১৯৭১
6. নিখিলেশ পুরকাইত (১) বাংলা অসমীয়া ও উড়িয়া উপভাষার ভৌগোলিক জরিপ, (২) পূর্ব উপভাষার অভিধান / কলকাতা- ১৯৮৯
7. মুহম্মদ সহীদদুল্লাহ / বাংলা ভাষার ইতিবৃত্ত / ঢাকা - ১৯৬৫
8. আদিত্য কুমার চট্যোপাধ্যায় / ভাষাচর্চা / কলকাতা -১৩৯৪ বাং
9. মুহম্মদ এনামুল হক / চট্টগ্রামীভাষার রহস্যভেদ / বাংলাদেশ
10. আবদুল হক চৌধুরী / চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা / ঢাকা - ১৯৮১
11. সুকুমার সেন / ভাষার ইতিবৃত্ত / কলকাতা - ১৯৭৫
12. সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় / বাংলা ভাষা তত্ত্বের ভূমিকা / ক. বি - ১৯৭৪
13. রামেশ্বর 'শ' / সাধারণ ভাষা বিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা / কলকাতা - ১৯৯২
14. ভগবান মরল / অসমীয়া ব্যকরণ জ্যোতি / গুয়াহাটী - ১৯৮১
15. মুহম্মদ আবদুল হাই / ঢাকাই উপভাষা / ঢাকা - ১৯৮৫
16. মু. আ. হাই / আমাদের বাংলা উচ্চারণ / ঢাকা - ১৯৮৪
17. মুনসুর মুসা / বরিশাল, ফরিদপুর, পাবনা, ময়মনসিং এর উপভাষা / ঢাকা - ১৯৮০
18. রবীন্দ্র কুমার দত্ত / নোয়াখালী ও চট্টোগ্রামের উপভাষা : একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ
19. S. K. Chattopadhaya / The O.D.B.L. Vol – I, ii & iii / Rupa, Cal
20. A.K. Das / ORANS / G.R.I.S.C.T.W.D. / Cal – 1963
21. N. Dutta Majumder / The SANTALS / Cal – 1956
22. S.C. Roy / The MUNDDAS and their country / Ranchi – 1972
23. A.K. Das & others / The MALPAHARIAS of W.B. / Cal – 1966
24. P.K. Bhowmik / The LODHAS of W.B. / Cal – 1963
25. N.K. Bose / Some Indian Tribes / Cal – 1968
26. H. Misra / The ORIYA Morphology / Varanasi – 1975
27. A.K.M. Morshed / The NOAKHALI Dialect / Dhaka – 1985
28. K.P. Goswami (1) Notes on the MYMENSING Dialect – Dhaka 1939 (2) Linguistic Notes on CHITTAGANG / Dhaka – 1965
29. P. Majumder / A Historical Phonology of ORIYA / Cal – 1970
30. G. Halder / (1) Skeliton Grammer on the Noakhali Dialects (2) A Comperative Grammer of East Bangali Dialects / 1986
31. D. Jones / The Phonem : its nature and use / 1950
32. A.K. Misra / Studies in Linguistics of the North-Eastern Language
33. E. Hope / Language Development / Cambridge – 1993
34. K.S. Prema / Reading Acquisition in Dravidian Language / 2006
35. R. Laha / Urdu Essential Grammar / 2004
36. J. Barman / Pronominal verb morphology in Tibeto – Burmam / 1974
37. T. Osada / A reference Grammar of MUNDARI / 1992
38. N.K. Sinha / MUNDARI Grammar / Myshore - 1975
39. K.K. Padmanava / A Comparative Study of Tulu dialects / 1994
A. Deo / Tense and aspect in INDO ARYAN LANGUAGE / 2007
40. S. Sukla / BHOJPURI Grammar / Washington – 1981
41. V.N. Tiwari / BHOJPURI Bhasha aur Sahitya / Bihar - 1954